রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

# বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শনিবার, জুন ৪, ২০০৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৩১ মে ২০০৫/১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪১২

**এস,আর,ও নং ১২৮/আইন/২০০৫।**—বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ২৬নং আইন) এর ধারা ২৬, ধারা ৫(২)(ঙ) এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে সেচ সার্ভিস চার্জ আরোপ ও আদায় প্রবিধানমালা, ২০০৩ এর নিম্নরূপ সংশোধন করিল, যথা ঃ—

উক্ত প্রবিধানমালার—

"(ক) **প্রবিধান ২ এর "দফা (কক)" এর সংযোজন।**—প্রবিধান ২ এর "দফা (ক)" এর শেষে এবং দফা (খ) এর পূর্বে নিম্নরূপ নতুন "দফা (কক)" সংযোজিত হইবে,যথাঃ—

"(কক) "কর্তৃপক্ষ" অর্থ এই প্রবিধানমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বোর্ড কর্তৃক নিযুক্ত বা মনোনীত কোন কর্মকর্তা বা ব্যক্তি;";

(খ) **প্রবিধান ২ এর "দফা (গ)" এর প্রতিস্থাপন।**—প্রবিধান ২ এর "দফা (গ)" এর পরিবর্তে নিম্নরূপ "দফা (গ)" প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(গ) "প্রকল্প কর্তৃপক্ষ" অর্থ সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য গঠিত যৌথ পানি ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং যে সকল প্রকল্পে উক্ত কমিটি গঠিত হয় নাই সেক্ষেত্রে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত প্রকল্প সংগঠক বা বোর্ড কর্তৃক নিযুক্ত বা মনোনীত কোন কর্মকর্তা বা ব্যক্তি;";

(গ) **প্রবিধান ২ এর "দফা (জ)" এর সংযোজন।**—প্রবিধান ২ এর "দফা (ছ)" এর শেষে উল্লিখিত দাড়ি এর পরিবর্তে সেমিকোলন প্রতিস্থাপিত হইবে অতঃপর নিম্নরূপ নতুন "দফা (জ)" সংযোজিত হইবে যথা ঃ—

"(জ) "যৌথ পানি ব্যবস্থাপনা কমিটি" অর্থ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ২৬নং আইন) এর ধারা ১৫(৪) অনুযায়ী গঠিত কমিটি;";



মূল্য ঃ টাকা ১.০০

(ঘ) **প্রবিধান ৬ এর প্রতিস্থাপন।**—প্রবিধান ৬ এর উপ-প্রবিধান (৩) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-প্রবিধান (৩) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(৩) এই প্রবিধানের অধীন ইজারা গ্রহীতা ব্যতীত অন্য আদায়কারী ব্যক্তি, সংগঠন, সমিতি বা বেসরকারী সংস্থাকে সেচ সার্ভিস চার্জ আদায় খরচ বাবদ প্রবিধান ৫(২) এর অধীন আদায়কৃত অতিরিক্ত শতকরা বিশ ভাগ অর্থ পারিতোষিক হিসাবে প্রদান করিতে হইবে।";

(ঙ) **প্রবিধান ৬ এর উপ-প্রবিধান (৩ক) সংযোজন।**—প্রবিধান ৬ এর উপ-প্রবিধান (৩) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-প্রবিধান (৩ক) সংযোজিত হইবে, যথাঃ—

"(৩ক) সেচ সার্ভিস চার্জ বাবদ আদায়কৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট প্রকল্প কর্তৃপক্ষের সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক উক্ত সেচ প্রকল্প এলাকায় অবস্থিত ব্যাংকে জমা রাখিবার জন্য কর্তৃপক্ষ ও সংগঠনের একজন প্রতিনিধির যৌথ স্বাক্ষরে অর্থ উত্তোলনের ক্ষমতা প্রদানপূর্বক "সেচ সার্ভিস চার্জ" নামে যৌথ সঞ্চয়ী হিসাব খুলিতে হইবে এবং প্রয়োজনে একই প্রকল্প এলাকায় একাধিক স্থানে অবস্থিত ব্যাংকে এই হিসাব খোলা যাইতে পারে।";

(চ) **প্রবিধান ৬ এর উপ-প্রবিধান (৫) এর প্রতিস্থাপন।**—প্রবিধান ৬ এর উপ-প্রবিধান (৫) এ উল্লিখিত "প্রকল্প কর্তৃপক্ষ" শব্দের পরিবর্তে "কর্তৃপক্ষ" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ছ) **প্রবিধান ৬ এর উপ-প্রবিধান (৮) এর প্রতিস্থাপন।**—প্রবিধান ৬ এর উপ-প্রবিধান (৮) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-প্রবিধান (৮) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

"(৮) আদায়কারী কর্তৃক উপ-প্রবিধান (৭) এর অধীন আত্মসাৎকৃত অর্থ আদায়ের জন্য আত্মসাৎকারীর সমমূল্যের সম্পত্তি বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে।";

(জ) **প্রবিধান ৮ এর উপ-প্রবিধান (১) ও (২) এবং প্রবিধান ১৫ এর উপ-প্রবিধান (১) এর প্রতিস্থাপন।**—প্রবিধান ৮ এর উপ-প্রবিধান (১) ও (২) এবং প্রবিধান ১৫ এর উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লিখিত "প্রকল্প কর্তৃপক্ষ" শব্দের পরিবর্তে "কর্তৃপক্ষ" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(ঝ) **প্রবিধান ১১ এর প্রতিস্থাপন।**—প্রবিধান ১১ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ প্রবিধান ১১ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"১১। **সার্ভিস চার্জ বাবদ আদায়কৃত অর্থের ব্যবহার।**—এই প্রবিধানমালার অধীন সেচ সার্ভিস চার্জ বাবদ আদায়কৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যয় করা যাইবে এবং প্রকল্প কর্তৃপক্ষ অর্থ ব্যয় সংক্রান্ত বিষয়ে সময় সময় বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণপূর্বক উক্ত প্রকল্পের ও এন্ড এম বাজেটের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া এতদসংক্রান্ত বাজেট প্রণয়ন করিবে।"।"

বোর্ডের আদেশক্রমে

শরীফ রফিকুল ইসলাম
মহা-পরিচালক।

মোঃ নূর-নবী (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।